লিপি
পোর্ট ব্লেয়ার, রবিবার, ২৯ এপ্রিল, ২০১৮
Port Blair· Sunday · April 29, 2018
Arthik Lipi, Page 3

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ গেরুয়া শিবির

জানি না কার ভরসায় নির্বাচন হবে, মন্তব্য দিলীপ ঘোষের

স্টাফ রিপোর্টার : রাজ্য নির্বাচন কমিশনের উপর ভরসা রাখতে পারছে না বিজেপি। সেই বক্তব্যই প্রকাশ পেল দিলীপ ঘোষের কথায়। তাঁর মন্তব্য, 'জানি না, কার ভরসায় ভোট হবে।'

পঞ্চায়েত ভোটের নিরাপত্তা নিয়ে শনিবার রাজ্য নির্বাচন কমিশন বৈঠক করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে। বিজেপির প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে এদিন কথা বলেন প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জয়প্রকাশ মজুমদার। নিরাপত্তার ব্যাপারে কমিশন তাদের আশ্বস্ত করতে পারেনি বলেই দাবি তাদের। এই নিয়ে এদিন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, 'নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হতেই রাজ্যজুড়ে ব্যাপক সন্ত্রাস চলছে। মহিলা থেকে শুরু করে কেউ রেহাই পাচ্ছেন না। সরকারি কর্মী ও সাংবাদিকরাও আক্রান্ত। পুলিশ দর্শক হয়ে রয়েছে। সরকারের যে দল ক্ষমতায় আছে তার নির্দেশেই এই সব হচ্ছে। জানি না, কার ভরসায় ভোট হবে।' মহিলাদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে রাজ্য বিজেপির মহিলা মোর্চার উদ্যোগে শ্যামবাজারে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হয়। শনিবার সেই কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তিনি বলেন, 'রাজ্য নির্বাচন কমিশনে গিয়েছিল আমাদের প্রতিনিধি দল। কিন্তু পঞ্চায়েত ভোটে নিরাপত্তার জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সে ব্যাপারে কিছুই জানাতে পারেনি কমিশন।' এর আগে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কমিশনে যান জয়প্রকাশ মজুমদারও। তাঁর অভিযোগ, 'পঞ্চায়েত ভোটে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় সেটা হল ব্যালট পেপার। সেই ব্যালট পেপার ছাপা হচ্ছে প্রাইভেট প্রিন্টারদের দিয়ে। তৃণমূলের নির্দেশেই এটা হচ্ছে।' এই সব বিষয়ে আদালতকে জানানোরও ত্রুটিস্বীকার দিয়েছেন জয়প্রকাশ মজুমদার। পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে এদিন শ্যামবাজারের অবস্থান মঞ্চ থেকে পুলিশের বিরুদ্ধে তোপ দেগে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'তৃণমূল পরিচালিত সরকারের অঙ্গুলি হেলনে চলছে পুলিশ। অন্যায় হলেও কোনও ব্যবস্থা নেয় না। কার ভরসায় নির্বাচন হবে? পুলিশ? এই পুলিশ মেরুদণ্ডহীন। এদের মনোবল ও শারীরিক বল দুটোই গেছে।' এদিনে কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাহুল সিন্‌হাও। তিনি বলেন, 'ভোট লুঠ করার চেষ্টা চলছে। বলা হচ্ছে, রাজ্যে উন্নয়নের জোয়ার চলছে। এতই যদি উন্নয়ন তাহলে ভোটে এত ভয় কিসের? কেন বিরোধীদের উপর হামলা চালানো হচ্ছে?' তৃণমূলের বিরুদ্ধে যে বিজেপি লাগাতার লড়াই চালিয়ে যাবে সেকথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন রাহুল সিন্‌হা।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করার পর প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জয়প্রকাশ মজুমদার।

নারীদের উপর আক্রমণের ঘটনায় এদিন শ্যামবাজারের অবস্থান মঞ্চ থেকে সরব হতে দেখা গিয়েছে দিলীপ ঘোষকে। তিনি বলেন, 'মনোনয়ন জমার কাজ শুরু হতেই বিরোধীদের উপর আক্রমণ নেমে আসে। মহিলাদের উপরও হামলা চলে। রাস্তায় ফেলে মহিলাদের মারা হয়েছে। এই ধরণের রাজনৈতিক গুন্ডামি আগে দেখা যায়নি।'

প্রশাসনকে দলদাসে পরিণত করেছে তৃণমূল: রবীন দেব

স্টাফ রিপোর্টার : পঞ্চায়েত ভোটের প্রক্রিয়া চলাকালীন যেভাবে সন্ত্রাস চলছে তাতে ভোটের দিন কী হবে, তা নিয়ে আশঙ্কায় লাল শিবির। এমনকি নিরাপত্তা নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠকের পরেও সেই আশঙ্কা কাটছে না সিপিএমের। শনিবারই ছিল মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। শেষ লগ্নে বিভিন্ন জায়গায় মনোনয়ন প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে সিপিএম। সেই বিষয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনে নালিশও জানানো হয়েছে। এদিন রাজ্য নির্বাচন কমিশনে যান সিপিএম নেতা রবীন দেব। কমিশনারের সঙ্গে দেখা করার পর তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'বিভিন্ন জায়গায় মনোনয়ন প্রত্যাহার করার জন্য হুমকি দেওয়া হয়েছে। হামলাও চালানো হয়েছে। এমনকি বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার চেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু পুলিশ-প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। প্রশাসনকে দলদাসে পরিণত করেছে তৃণমূল।' পঞ্চায়েত নির্বাচনের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে আদালত 'অর্থবহ' আলোচনা করার কথা জানিয়েছিল আদালত। সব দলের সঙ্গে এ ব্যাপারে 'অর্থবহ' আলোচনার নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। সেই মতো শনিবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করে কমিশন। কিন্তু সিপিএম যে সেই আলোচনায় সন্তুষ্ট নয় তা রবীন দেবের বক্তব্যেই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেন, 'বাঁকুড়ায় আমাদের নেতা অমিয় পাত্রের বাড়িতে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। তাঁর বাড়িতে ভাঙচুর করা হয়েছে। জেলা পরিষদের প্রার্থী উজ্জ্বল মাঝিকে অপহরণ করা হয়েছে।' রবীন দেবের আরও বক্তব্য, 'মনোনয়ন প্রত্যাহার করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় চাপ দেওয়া হয়েছে। কোথাও হামলা চালানো হয়েছে। কোথাও লাগাতার হুমকি চলছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তাঁর ১০০ শতাংশ পঞ্চায়েত চাই। সেই কারণেই এইসব হচ্ছে।'

হাইকোর্টে কর্মবিরতি প্রত্যাহার

স্টাফ রিপোর্টার : অবশেষে কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে নিলেন আইনজীবীরা। বিচারপতি নিয়োগের দাবিতে ফেব্রুয়ারি থেকে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছিলেন। শনিবার সেই কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে নেন তারা। ৬৯ দিন পর কর্মবিরতি তুলে নেওয়া হল। এর ফলে আগামী সোমবার থেকে হাইকোর্টের কাজ স্বাভাবিক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। পর্যাপ্ত সংখ্যক বিচারপতি না থাকায় হাইকোর্টে বহু মামলা ঝুলে রয়েছে। তাই বিচারপতি নিয়োগের দাবিকে সামনে রেখে সুপ্রিম কোর্ট ও কেন্দ্রকে চিঠি দেওয়া হয়। কিন্তু তাতে ফল না মেলায় শেষ পর্যন্ত কর্মবিরতির ডাক দেন আইনজীবীরা। এর ফলে হাইকোর্টের কাজ ব্যাহত হয়। তারা জানিয়ে দেন, যতদিন না বিচারপতি নিয়োগ হচ্ছে,ততদিন তাদের আন্দোলন চলবে। নতুন চার বিচারপতি নিয়োগ করা হচ্ছে। সেই কারণেই কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে নেয় হাইকোর্টের বার কাউন্সিল। বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উত্তম মজুমদার এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আমরা আগেই জানিয়েছিলাম বিচারপতি নিয়োগ হলে, আমরা কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে নেব। ইতিমধ্যেই চারজন বিচারপতির নিয়োগপত্র হাতে পেয়েছেন। তাই আমাদের এই সিদ্ধান্ত।

আসিফা ধর্ষণ কাণ্ডে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আয়োজিত এক প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখছেন ফিরহাদ হাকিম।

জাল নোট ছাপানোর কারখানার হদিশ

স্টাফ রিপোর্টার: বাড়িতেই মেশিন বসিয়ে টাকা ছাপানোর কারখানা তৈরি করেছিল যুবক। কিন্তু বাজারে সেই নোট চালাতে গিয়েই ধরা পড়ল। বরাহনগরে হদিশ মিলল জাল নোট ছাপানোর কারখানার। কয়েকমাস ধরেই বরাহনগরের শরৎচন্দর রোডে নিজের বাড়িতেই নিঃশব্দে এই জাল নোট ছাপানোর কাজ চালাচ্ছিল কৃষ্ণ। এক দোকানদার মারফৎ এই জাল নোটের কারবার সামনে আসে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে বরাহনগর কালীমাতা লেনের এক দোকানে কিছু জিনিস ২০০ টাকার নোট দেয় ওই দুই যুবক। পরে অপর একটি দোকানে ২০০ টাকার নোট বাঙাতে গেলে ধরা পড়ে যায় তারা। নোটটি দেখে সন্দেহ হয়েছিল দোকানের মালিকের। সেটি জাল বোঝার পর ওই যুবকদের আটকে রেখে পুলিশে খবর দেন তিনি। পুলিশ এসে অর্ঘ্য ও কৃষ্ণকে গ্রেফতার করে। জেরায় জাল নোট ছাপানোর কারখানার হদিশ পায় পুলিশ। জানতে পারে, কৃষ্ণর বাড়িতে কারখানা রয়েছে। সেখানে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় পুলিশের। বাড়ির ভিতর জাল নোট ছাপানোর বিরাট আয়োজন করেছিল বছর একুশের দুই যুবক। ২০০, ৫০০ ও ৫০ টাকার নোট স্ক্যান করে অফসেট মেশিনে ছাপাত তারা। তার জন্য বাড়িতে অফসেট প্রিন্টিং মেশিনও কিনেছিল। জেরায় পুলিশ জানতে পারে অস্ট্রেলিয়া থেকে নোটের কাগজ আমদানি করত তারা।

রবীন্দ্রভারতীর বার্ষিক সমাবর্তন ৮ মে

স্টাফ রিপোর্টার: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৩তম বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠান আগামী ৮ মে হবে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটির মহাসচিব অধ্যাপক ফুরকান কামার। কিছু বিশিষ্ট কৃতী ব্যক্তিকে এই অনুষ্ঠানে ডিলিট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হবে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সব্যসাচী বসু রায়চৌধুরি এমনটাই জানান। তিনি জানান,' ৩ জন বিশেষ মানুষকে ডিলিট উপাধি দেওয়া হবে। তাঁরা হলেন, পণ্ডিত অমিয় রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা নবনীতা দেবসেন, শিল্পী যতীন দাস। এছাড়াও প্রত্যেক দুবছর অন্তর হীরাচাঁদ দুগার শারদ পুরস্কার দেওয়া হয়। সেই পুরস্কার পাচ্ছেন শিল্পী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল। বিভিন্ন বিভাগের জন্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার দেওয়া হয় প্রত্যেক বছর। এই পুরস্কার এবার যারা পাচ্ছেন তাঁরা হলেন, নাটকের ক্ষেত্রে পঙ্কজকুমার মুলি, নৃত্যের ক্ষেত্রে পূর্ণিমা ঘোষ, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে রুমা গুহ ঠাকুরতা। তাছাড়াও আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন পুরস্কারও প্রতিবছর দেওয়া হয় সেই পুরস্কার পাচ্ছেন ড. সুখবিলাস বর্মা। এই অনুষ্ঠানটি হবে ২৪ বৈশাখ সকাল ১০ টায়। উপস্থিত থাকবেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। তারই সঙ্গে ২৫ বৈশাখ সকাল থেকেই প্রতিবছর যেমন অনুষ্ঠান হয় সেই চিরাচরিত রীতি মেনেই অনুষ্ঠান হবে।' এবছর অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনকেও ডিলিট উপাধি দেওয়া হবে বলে কথা ছিল। তবে তাঁর শুটিংয়ের ব্যস্ততার জন্য তিনি আসতে পারবেন না বলে দু:খপ্রকাশ করে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। এমনটাই জানান সব্যসাচীবাবু। তিনি জানান,' প্রথমে সম্মতি জানালেও পরে শুটিংয়ের ব্যস্ততার কারণে আসতে পারবেন না বলে জানান অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন।' ২৫শে বৈশাখে কোনও বিশেষ চমক থাকছে কিনা প্রশ্ন করলে সব্যসাচীবাবু বলেন, 'আপাতত কোনও চমক থাকছে না। তবে পরিকল্পনা রয়েছে। যদিও আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছায়নি।' ভোটের নতুন তারিখ ঘোষিত হওয়ায় ফলে কিছু পরীক্ষার ক্ষেত্রে নতুন সময়সূচী তৈরি করতে হবে যা এই সময়তেই হল। এমনটাও জানান উপাচার্য সব্যসাচী বসু রায়চৌধুরি।

ভাগাড়ের মাংস কাণ্ডের তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য

পচন রুখতে রাসায়নিকের ব্যবহার

স্টাফ রিপোর্টার : রকমারি রাসায়নিক মিশিয়ে মৃত পশুর দেহ থেকে সংগ্রহ মাংসের পচন রোধ করা হত। প্যাকেজজাত সেই মাংস সরবরাহ করা হত বড় বড় হোটেল-রেস্তোরাঁয়। ভাগাড়ের মাংস কাণ্ডের তদন্তে উঠে এসেছে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। কয়েক দিন আগে ভাগাড় থেকে মৃত পশুর দেহ থেকে মাংস কেটে নিতে গেলে বজবজে দু'জন হাতেনাতে ধরা পড়ে। তাদের জেরা করে জানা যায়, ভাগাড় থেকে সংগ্রহ করা মৃত পশুর মাংস বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় যেত। এমনকি শহরের বিভিন্ন জায়গায় সেই মাংস প্যাকেটবন্দি করে পাঠানো হত। এরপরেই কলকাতা সহ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালায় পুলিশ। রাজাবাজারের একটি হিমঘর থেকে কয়েক টন মাংস উদ্ধার করা হয়। বেশ কয়েক জনকে গ্রেফতারও করা হয়। সূত্রের খবর, ধৃতদের জেরা করেই তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পচা মাংস সংরক্ষণ করা হত। মৃত পশুর মাংস নিয়ে যাওয়া হত প্রসেসিং টেবিলে। সেখানেই মাংস ডোবানো হত ফর্মালিনে। বাদ দেওয়া হত চর্বি। পচন এড়ানোর জন্যই চর্বি বাদ দেওয়া হত। কারণ, চর্বি থাকলে মাংসে দ্রুত পচন ধরে। সেই মাংসে মেশানো হত ক্যালসিয়াম প্রপানয়েট। তারপর মাংস প্যাকেটবন্দি করে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে পাঠানো হত। সেখান থেকে আবার মাংস যেত বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তোরাঁয়। পুলিশ সূত্রে খবর, যে সমস্ত ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে মাংস পাঠানো হত তার তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। সেই সমস্ত স্টোরে তল্লাশি চালানো হবে। এর পাশাপাশি এই মাংস কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত লিঙ্কম্যানদের খোঁজও চালাচ্ছে পুলিশ।

ঢালি চিকেনের দক্ষিণদাড়ির আউটলেট বন্ধ করল পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার: ঢালি চিকেনের আউটলেটগুলি বন্ধ করার পথে পুলিশ। তার আগেই গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে শুক্রবার রাত থেকেই পলাতক দক্ষিণ দাড়ির ঢালী চিকেন সেন্টারের মালিক কৌসর আলি।

রাতে এয়ারপোর্ট থানার পুলিস হানা দেয় দক্ষিণদাড়ির ঢালী চিকেন সেন্টারে। তা দেখে দোকান বন্ধ করে দেয় তারা। পলাতক দোকান মালিক কৌসর আলি। এরপর সিল করে দেওয়া হয় দোকান। পুলিশ জানিয়েছে, ঢালী চিকেনের মরা মুরগির মাংস বিক্রির রহস্য লুকিয়ে ছিল তার ব্যবসা পদ্ধতির মধ্যেই। ৫০০ গ্রাম মুরগির মাংস কেউ কিনতে গেলে কৌসর ৬০০ গ্রাম মুরগি মাংস ৫০০ গ্রামের দাম দিয়ে দিত। ২ কেজি মুরগির মাংস নিলে অতিরিক্ত ৫০০ গ্রাম দেওয়া হত বিনামূল্যেই। এভাবেই দক্ষিণদাড়িতে ব্যাপক জনপ্রিয়তা হয়ে গিয়েছিল ঢালী চিকেন সেন্টারের। অনেক দূর থেকেও মানুষ অতিরিক্ত মুরগির মাংসের লোভে। এমনকি এই দোকানের ক্রেতা ছিলেন খোদ ওয়ার্ডে কাউন্সিলর পিন্টু ভর্মা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, খুব ভোরে এই দোকান খুলত এবং দেখা যেত মুরগির মাংস

বেশিরভাগ সময়ই ঠান্ডা ডিপ ফ্রিজ থেকে বার করা হচ্ছে। সামনে মুরগি কেটে কমই দিতেন দোকানদার। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে কৌসার এর ব্যবসা পদ্ধতি সন্দেহজনক ছিল। রাজারহাট নিউটাউন থেকে মরা মুরগির মাংস আসত দক্ষিণদাড়ির এই দোকানে। অনেকদিনের ফ্রিজ করা অস্বাস্থ্যকর মুরগির মাংস এখানে নিয়ে আসা হত বলে অভিযোগ। গতকাল রাতে পুলিশ এই দোকান বন্ধ করে দেয়।

শুক্রবার সকালে এয়ারপোর্টের পুলিস অ্যাভিন্যুর একটি ফাস্ট ফুডের দোকানে মাংস সরবরাহ করতে গিয়ে গ্রেফতার হয় ঢালি চিকেন নামে এক চিকেন ফার্মের কর্মী নাসিরুদ্দিন গাজী। একইসঙ্গে গ্রেফতার হয় ফাস্ট ফুড দোকানের মালিক জনার্দন সিং। বাজেয়াপ্ত হয় ৭০ কেজি মরা মুরগির মাংস। এদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় মরা মুরগির মাংস আনা হত নিউটাউনের সিটি সেন্টারের পেছনে অবস্থিত ঢালী চিকেন ফার্ম থেকে। এরপর দুপুরে সেখানে হানা দেয় নিউটাউন থানার পুলিশ। সেখান থেকে গ্রেফতার করা হয় শাহনুর রহমান মোল্লা, পিয়ার আলি সর্দার, অতিসিন মল্লিক, সোহরাব মল্লিক ও রেজাউল মোল্লা। ২৭২, ২৭৩ আইপিসি ধারা ও ফুড সেফটি অ্যাক্টের আওতায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।